কালের কণ্ঠ

তারিখ 02 JUN 2016
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

# চাইলেই সভাপতি হতে পারবেন না এমপিরা

## স্কুল-কলেজের কমিটিতে আসতে হবে নির্বাচন করে

**ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিশেষ কমিটি বাতিল করে হাইকোর্টের রায়**

আশরাফ-উল-আলম, এম বদি-উজ-জামান ও শরীফুল আলম সুমন ▷

ইচ্ছা করলেই আর বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (কলেজ ও স্কুল) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না স্থানীয় সংসদ সদস্যরা। এমপিদের ইচ্ছামতো বেসরকারি কলেজ বা স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হওয়ার বিধান বাতিল ও অবৈধ বলে গতকাল রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। এ-সংক্রান্ত প্রবিধানমালা ২০০৯-এর ৫(২) ও ৫০ ধারা বাতিল করা হয়েছে। তবে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে এমপিরা এখন রয়েছেন, তাঁরা কমিটির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত থাকতে পারবেন। তবে সংসদ সদস্যকে সভাপতি করে নতুন কোনো ব্যবস্থাপনা কমিটি আর অনুমোদন দেবে না শিক্ষা বোর্ড। একই সঙ্গে বেসরকারি এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ কমিটিও গঠন করা যাবে না।

এদিকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিশেষ কমিটিকে অবৈধ ও বাতিল বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট।

বিচারপতি জিনাত আরা ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বুধবার এ রায় দেন। সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ইউনুস আলী আকন্দের দায়ের করা এক রিট আবেদনের রায়ে এসব আদেশ দেওয়া হয়। এ রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা।

গত ১৩ এপ্রিল এই রিট আবেদনের ওপর প্রাথমিক শুনানি শেষে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি বা পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি হিসেবে সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব পালন ও নির্বাচন ছাড়া কমিটি গঠন কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না—তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছিলেন হাইকোর্ট। ওই রুলের ওপর চূড়ান্ত শুনানি শেষে গতকাল রায় দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা বলেছেন, এ রায়ের পর যদি কোনো সংসদ সদস্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে চান, তবে তাঁকে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনে প্রার্থী হতে হবে এবং ওই নির্বাচনে বিজয়ী হলে তিনি সভাপতি হতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে আদালতের এ রায় কোনো বাধা হবে না।

রিট আবেদনকারী ইউনুস আলী আকন্দ বলেন, সংশ্লিষ্ট দুটি ধারা বাতিল করায় সংসদ সদস্যরা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি থাকতে পারবেন না। তিনি বলেন, মাধ্যমিক ও

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ২

## চাইলেই সভাপতি

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রবিধানমালা ২০০৯-এর ৫ ও ৫০ ধারার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৫ ধারায় এমপিদের সভাপতি পদ ও ৫০ ধারায় বিশেষ কমিটি গঠন নিয়ে বলা হয়েছে। বুধবার আদালত ওই দুইটি ধারাই সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বাতিল করেছেন।

সরকারপক্ষে রিটের শুনানিতে অংশ নেওয়া ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ইসরাত জাহান বলেছেন, আদালত ম্যানেজিং কমিটিতে ইচ্ছা পোষণ করে সংসদ সদস্যদের সভাপতি হওয়া এবং বিশেষ কমিটির বিধান সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেছেন। এর ফলে এখন এমপিরা ইচ্ছা করলেই কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন না। সভাপতি হতে হলে তাঁদের নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোতেও বিশেষ কমিটি করা যাবে না।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'কোর্টের রায় আমরা যথাযথভাবে প্রতিপালন করব। আমাদের হাতে এখনো রায়ের কপি আসেনি। তবে আমরা বিষয়টি জেনেছি। এর পরও আরো আইনি প্রক্রিয়া আছে। চূড়ান্ত প্রক্রিয়া শেষে কোর্ট যে রায় দেন সেটাই আমরা মেনে চলব। এখন যেহেতু একটা রায় হয়েছে, এর ওপর ভিত্তি করেই আমরা পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত সংসদ সদস্যদের সভাপতি করে নতুন কোনো ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন দেব না।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যাদেশের (১৯৬১) আওতায় 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা-২০০৯'-এর ৫ ধারার (গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনয়ন) (১) উপবিধিতে বলা হয়েছে, 'কোনো স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য তাঁহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এমন সংখ্যক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন...।'

(২) উপ-বিধানে বলা হয়েছে, 'উপ-প্রবিধান (১)-এর অধীন সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের জন্য স্থানীয় নির্বাচিত সংসদ সদস্য, তাঁহার নির্বাচনী এলাকায় অবস্থিত যে সকল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাহার উল্লেখসহ, লিখিতভাবে এই প্রবিধানমালার অধীন বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন এবং উক্ত অভিপ্রায়পত্র সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের সভাপতি হিসাবে তাঁহার মনোনয়নরূপে গণ্য হইবে।' ৫০ ধারায় বলা হয়েছে, 'বিশেষ ধরনের গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি–বিশেষ পরিস্থিতিতে বোর্ড এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোনো বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ ধরনের গভর্নিং বডি বা ক্ষেত্রমতে ম্যানেজিং কমিটি করা যাইবে।'

সংসদ সদস্যরা ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি থাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান কমে যাচ্ছে বলে অভিযোগ অনেক পুরনো। বেসরকারি কলেজ-বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকরা রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে থাকেন। তাঁদের স্থানীয় এমপির কথামতো চলতে হয়। ভর্তি বাণিজ্য, শিক্ষকদের রাজনৈতিক ব্যবহার নিত্যদিনের। সম্প্রতি এক সংসদ সদস্যের হাতে একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগ ওঠায় সারা দেশে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। এমপি অথবা তাঁর লোকজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খবরদারি করে থাকেন। স্কুল-কলেজে ম্যানেজিং কমিটির দরকার আদৌ আছে কি না সে বিষয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে কলেজ-বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনা কমিটিতে স্থানীয় সংসদ সদস্যরা থাকতে পারবেন না বলে রায় দেওয়া হলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই রায়কে আমরা স্বাগত জানাই। তবে সব সংসদ সদস্যই খারাপ নন। কেউ কেউ স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হয়ে অন্যায় প্রভাব বিস্তার করেন। আর স্কুলে দেওয়ার মতো সময়ও তো এমপিদের থাকার কথা নয়। তাঁদের দেশের আইন নিয়ে ভাবতে হয়, সংসদে যেতে হয়। তাই বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বটা স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদেরই দেওয়া উচিত।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর দে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই রায় খুবই যৌক্তিক। সংসদ সদস্যরা চারটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সভাপতি হলেও বাকি প্রায় সবগুলোতেই তাঁদের আধিপত্য থাকে। এমনকি কেউ কেউ নিয়োগ বাণিজ্যের সঙ্গেও জড়িত হন। এর চেয়েও বড় কথা, যাঁদের তাঁরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন, তাঁদের বেশির ভাগই দক্ষ নন। এই শিক্ষকরাই আমাদের শিক্ষার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন। তাই এ রায় যুগান্তকারী। কোর্ট যদি বলে দিতেন, শিক্ষাব্রতীরা ছাড়া অন্য কেউ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হতে পারবেন না আর তাঁদের ন্যূনতম একটা শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে তাহলে আরো ভালো হতো। তবে সংসদ সদস্যরা সভাপতি হতে না পারলেও পেছনে থেকে অন্য কাউকে বসাতে পারেন, এ দিকটাও নজরে রাখতে হবে।'